Assignment on padma bridge

.
==========

পদ্মা সেতুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

এক নজরে পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্প:

প্রকল্পের বিভিন্ন উপাঙ্গসমূহঃ

ক) মূল সেতু
খ) নদীশাসন কাজ
গ) জাজিরা সংযোগ সড়ক ও আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা
ঘ) মাওয়া সংযোগ সড়ক ও আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা
ঙ) সার্ভিস এরিয়া-২
চ) পুনর্বাসন
ছ) পরিবেশ
জ) ভূমি অধিগ্রহণ
ঝ) সিএসসি (মূল সেতু ও নদীশাসন)
ঞ) সিএসসি (সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২)
ট) ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট এন্ড সেফটি টিম (ইএসএসটি)
মূল সেতু (৬.১৫ কি:মি: দৈর্ঘ্য):
ঠিকাদার : চায়না মেজর ব্রীজ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, চায়না।
চুক্তির মেয়াদ : ৪ বছর+১ বছর(রক্ষণাবেক্ষন)।
চুক্তি মূল্য : টাকা ১২,১৩৩.৩৯ কোটি।
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : জুন ১৭, ২০১৪।
কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ : নভেম্বর ২৬, ২০১৪।
কাজের অগ্রগতি : যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ সামগ্রী সাইটে আনায়ন, সেতুর test pile এবং channel dredgingসহ ঠিকাদারের আবাসন, stack yard, casting yard ইত্যাদি নির্মাণ এর কার্যক্রম চলমান আছে।
নদীশাসন কাজ (১৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে):
ঠিকাদার : সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন লিমিটেড, চায়না।
চুক্তির মেয়াদ : ৪ বছর+১ বছর(রক্ষণাবেক্ষন)।
চুক্তি মূল্য : টাকা ৮,৭০৭.৮১ কোটি।
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : নভেম্বর ১০, ২০১৪।
কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ : ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪। কাজের অগ্রগতি : জমি হস্তান্তর, যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ সামগ্রী সাইটে আনায়ন, নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ওঠিকাদারের আবাসন, stack yard, casting yard ইত্যাদি নির্মাণ এর কার্যক্রম চলমান আছে।

জাজিরা সংযোগ সড়ক ও আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা:
ঠিকাদার : এএমএল-এইচসিএম(জেভি)
চুক্তির মেয়াদ : ৩ বছর+১ বছর(রক্ষণাবেক্ষন)
চুক্তি মূল্য : টাকা ১০৯৭.৪০ কোটি।
কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ : অক্টোবর ০৮, ২০১৩।
কাজের অগ্রগতি : ২৯.১০%।
মাওয়া সংযোগ সড়ক ও আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা:
ঠিকাদার : এএমএল-এইচসিএম(জেভি)
চুক্তির মেয়াদ : ২.৫ বছর+১ বছর(রক্ষণাবেক্ষন)
চুক্তি মূল্য : টাকা ১৯৩.৪০ কোটি।
কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ : জানুয়ারী ২৭, ২০১৪।
কাজের অগ্রগতি : ২১.৫%।
সার্ভিস এরিয়া-২:
ঠিকাদার : আব্দুল মোনেম লিমিটেড।
চুক্তির মেয়াদ : ২.৫ বছর+১ বছর(রক্ষণাবেক্ষন)
চুক্তি মূল্য : টাকা ২০৮.৭১ কোটি।
কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ : জানুয়ারী ১২, ২০১৪।
কাজের অগ্রগতি : ১২%।পুনর্বাসন:
ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মাঝে জমির মোট অতিরিক্ত
বদলীমূল্য প্রদান : টাকা ৫০০.৭১ কোটি টাকা(৩১/১২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত)।
মোট প্লটের সংখ্যা : ২৬৯৮টি।
আবাসিক প্লটের সংখ্যা : ২৬১৮টি।
বানিজ্যিক প্লটের সংখ্যা : ৮০টি।
অনুমোদিত ১০৪৫টি প্লটের মধ্যে ৯৭৭টি প্লট ক্ষতিগ্রস্থদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে (৩১/১২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত)।
পরিবেশ:
২০১২ সাল থেকে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং অদ্যাবধি মোট ৫৫,১৫০টি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।
ভূমি অধিগ্রহণ:
প্রকল্পের জন্য মোট ১৪০৮.৫৪ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
সিএসসি(মূল সেতু ও নদীশাসন):
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান : কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন, দক্ষিণ কোরিয়া ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান।
চুক্তির মেয়াদ : ৪ বছর+১ বছর(রক্ষণাবেক্ষন)।
চুক্তি মূল্য : টাকা ৩৮৩.১৫ কোটি।
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : নভেম্বর ০৩, ২০১৪।
কাজের অগ্রগতি : মূল সেতু ও নদীশাসন এর নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য জনবল deployment সহ তদারকী কাজ চলমান আছে।
সিএসসি (সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২):
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান : স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেসনস(এসডব্লিউও-ওয়েষ্ট), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সহযোগীতায় বিআরটিসি, বুয়েট।

চুক্তির মেয়াদ : ৩ বছর+১ বছর(রক্ষণাবেক্ষন)
চুক্তি মূল্য : টাকা ১৩৩.৪৯ কোটি।
কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ : অক্টোবর ১৩, ২০১৩।
কাজের অগ্রগতি : ৪০%।
ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট এন্ড সেফটি টিম (ইএসএসটি):
ইএসএসটি : বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
চুক্তির মেয়াদ : ৪ বছর+১ বছর(রক্ষণাবেক্ষন)।
চুক্তি মূল্য : টাকা ৭২.১৪ কোটি।
কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ : অক্টোবর ১৩, ২০১৩।
কাজের অগ্রগতি : ৩০%।

যে কারণে আলোচিত পদ্মা সেতু

সমৃদ্ধ আগামীর যে স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, অনেক বাধা ও বিপত্তি পেরিয়ে সেই স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। এখন অপেক্ষা শুধু সময়ের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ রবিবার স্বপ্নের পদ্মা সেতুর মূল কাজ—মাওয়া প্রান্তে সার্ভিস পাইলিং ও জাজিরা প্রান্তে নদীশাসনের কাজ উদ্বোধন করেছেন। ফলে পদ্মাপারে যে কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে এবার নতুন গতি আসবে এবং খুব দ্রুতই বদলে যাবে দৃশ্যপট। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, সামর্থ্যের ঘাটতি কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এমনকি পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে বিশ্বব্যাংকের মুখ ফিরিয়ে নেওয়াও আমাদের স্বপ্নপূরণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। এদিন, নদীশাসনের কাজের উদ্বোধনের পর তাই এক সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীও জানালেন সে কথায়। বললেন, বিশ্ব দেখ আমরাও পারি। আমরা সেই জাতি, যে জাতি সম্পর্কে জাতির পিতা বলেছিলেন, ‘কেউ দাবায়া রাখতে পারবা না’, আজকেও সেটি প্রমাণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর আজ থেকে যে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর নির্মাণযজ্ঞে নতুন গতি আসবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের অনেক দিনের স্বপ্ন পদ্মা সেতু। সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আয়তন ও নির্মাণ ব্যয়ের দিক থেকে পদ্মা সেতু দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প। ৬.১৫ কিলোমিটারের সেতুটি বাংলাদেশের দীর্ঘতম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু। পরিকল্পনা মাফিক সব কিছু ঠিক মতো হলে ২০১৮ সালের মধ্যেই পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হবে। অর্থাৎ আর মাত্র তিন বছর পর পদ্মা সেতুতে চলবে গাড়ি ও ট্রেন।

এক নজরে পদ্মাসেতু:

মূল সেতুর দৈর্ঘ্য : ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার
প্রস্থ : দ্বিতীয় তলায় (আপার ডেকে) ৭২ ফুটের চার লেনের সড়ক
রেললাইন : নিচ তলায় (লোয়ার ডেকে) ডাবল গেজ

পিলার সংখ্যা : ৪২ (নদীতে ৪০টি)
ভায়াডাক্ট : দুই প্রান্তে সর্বমোট ৩ দশমিক ১৮ কিলোমিটার
ভায়াডাক্ট পিলার : ৮১টি
পানির স্তর থেকে উচ্চতা : ৬০ ফুট
পাইলিং গভীরতা : ৩৮৩ ফুট
প্রতি পিলারের জন্য পাইলিং : ৬টি
মোট পাইলিং সংখ্যা : ২৬৪ টি
সংযোগ সড়ক : দুই প্রান্তে ১৪ কিলোমিটার
নদীশাসন : দুই পাড়ে ১২ কিলোমিটার প্রকল্পের মোট ব্যয় :২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি ৩৯ লাখ মূল সেতুতে
ব্যয় : ১২ হাজার ১৩৩ কোটি ৩৯ লাখ
নদীশাসন ব্যয় : ৮ হাজার ৭০৭ কোটি ৮১ লাখ
অন্যান্য ব্যয় : ৭ হাজার ৯৫২ কোটি ১৯ লাখ
জনবল : প্রায় ৪ হাজার
নির্মাণকাজ শেষ : ডিসেম্বর, ২০১৮
সেতুতে যা থাকছে : গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অপটিক্যাল ফাইবার লাইন পরিবহন সুবিধা।

- See more at: http://www.shampratikdeshkal.com/national/2015/12/12/10495#sthash.KjWjdnrp.dpuf

বাংলাদেশে পদ্মা সেতু নির্মাণে সাত চ্যালেঞ্জ

পদ্মা সেতুকে বাংলাদেশে অনেকে 'স্বপ্নের সেতু' বলে বর্ণনা করছেন। পদ্মার ওপর এরকম সেতু অনেকের কল্পনারও বাইরে ছিল। কিন্তু এটি নির্মাণের কাজটি সহজ হবে না। বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল এবং প্রমত্তা নদীগুলোর একটি পদ্মার দুই তীরকে সেতু দিয়ে বাঁধতে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে প্রকৌশলীদের:

১. পদ্মা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল এবং প্রমত্তা নদীগুলোর একটি। এই নদীর যে জায়গায় সেতুটি নির্মিত হবে, সেখানে নদী প্রায় ছয় কিলোমিটার প্রশস্ত। মূল সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ছয় দশমিক পনের কিলোমিটার। এটি হবে দক্ষিণ এশিয়ার কোন নদীর ওপর নির্মিত দীর্ঘতম সেতু।২. পদ্মা সেতু শুধু মাত্র সড়ক সেতু নয়। একই সঙ্গে এই সেতুর ওপর দিয়ে যাবে ট্রেন। এছাড়াও যাবে গ্যাস পাইপ লাইন এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন। দুই তলা ব্রীজের ওপর দিয়ে যাবে গাড়ী, আর সেতুর নীচের লেভেলে থাকবে ট্রেন লাইন। ৩. বর্ষাকালে পদ্মা নদীতে স্রোতের বেগ এত বেশি থাকে যে, সেতুর নকশা করার সময় প্রকৌশলীদের কাছে এটি এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় । একদিকে গঙ্গা, আরেকদিকে ব্রহ্মপুত্র- দক্ষিণ এশিয়ার এই দুটি বিশাল এবং দীর্ঘ নদীর অববাহিকার পানি এই পদ্মা দিয়েই বঙ্গোপসাগরে নামছে। উজান থেকে নেমে আসা এই স্রোতের ধাক্কা সামলাতে হবে ব্রীজটিকে। সেই সঙ্গে নদীর দুই তীরে নদীশাসনে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হবে।৪. বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পলি বহন করে এই দুই নদী। বলা যেতে পারে এই দুই নদীর পলি জমেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের অনেকখানি অঞ্চল। এই সেতুর নকশা করার ক্ষেত্রে এই নদী বাহিত পলির বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে হয়েছে প্রকৌশলীদের।৫. পদ্মা সেতু নির্মিত হচ্ছে এমন এক অঞ্চলে যেখানে ভূমিকম্পের ঝুঁকিও আছে। এ নিয়ে সেতুর নকশা তৈরির আগে বিস্তর সমীক্ষা করা হয়েছে। কিছু সমীক্ষা করেছে বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। সেতুর নকশাটিকে এজন্যে ভূমিকম্প সহনীয় করতে হয়৬. পদ্মা সেতুর ভিত্তির জন্য পাইলিং এর কাজ করতে হবে নদীর অনেক গভীরে। বিশ্বে কোন নদীর এতটা গভীরে গিয়ে সেতুর জন্য পাইলিং এর নজির খুব কম। প্রকৌশলীদের জন্য এটাও এক বড় চ্যালেঞ্জ।৭. এটি বাংলাদেশের

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো প্রকল্প। খরচ হবে প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগে এই প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ানোর পর বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে এটি করছে। বিদেশি সাহায্য ছাড়া নিজের খরচে এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের নজির বাংলাদেশে আর নেই।

12 ডিসেম্বর ২০১৫

bbc bangle

এগারোতম দীর্ঘ পদ্মা সেতু

বঙ্গবন্ধু সেতুকে টপকে বিশ্বে দীর্ঘতম সেতু হিসেবে এগারো তম স্থান দখল করে নিয়েছে পদ্মা সেতু।পদ্মা সেতু প্রকল্পে নদীশাসন এবং মূল সেতুর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার প্রথমে জাজিরার নাওডোবা পয়েন্টে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে নদীশাসন কাজের উদ্বোধন করেন তিনি। পরে মাওয়া পয়েন্টে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে সেতুর মূল কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।২০১৮ সালের মধ্যে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা। নিজস্ব অর্থায়নে এটি এ পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প।সেতুটির জন্য খরচ হবে প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা। এ সেতু নির্মিত হলে ঢাকার সঙ্গে সরাসরি সড়কপথে যুক্ত হবে দক্ষিণাঞ্চল। এই সেতুতে ট্রেনও চলবে। এশিয়ান হাইওয়ের পথ হিসেবেও সেতুটি ব্যবহৃত হবে। পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ ৫টি ভাগে বিভক্ত। এরমধ্যে রয়েছে; মূল সেতু, নদী শাসন, দু'টি লিংক রোড এবং অবকাঠামো (সার্ভিস এলাকা) নির্মাণ। এর মধ্যে মূল নির্মাণ কাজ পাইলিং ও নদীশাসন।

১২ ডিসেম্বর ২০১৫,

প্রথম আলো

পদ্মা সেতু নির্মাণে নদীশাসনের উদ্বোধন

প্রমত্তা পদ্মার দুই তীরকে যুক্ত করতে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের নদীশাসন কাজের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছয় দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু আগামী তিন বছরের মধ্যে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া যাবে। সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেনও চলবে।বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের সবচেয়ে বড় প্রকল্প এই পদ্মা সেতু। শনিবার সকালে শরীয়তপুরের জাজিরায় গিয়ে পদ্মার তীরে নদীশাসন কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ প্রকল্পের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ নদী শাসনের এই কাজটি করবে চীনা প্রতিষ্ঠান সিনোহাইড্রো করপোরেশন; ব্যয় হবে ৮ হাজার ৭০৭ কোটি ৮১ লাখ টাকা।পৌনে ১০টার দিকে হেলিকপ্টারে করে তার জাজিরায় পৌঁছানোর কথা থাকলেও কুয়াশার কারণে তা বিলম্বিত হয়। এক ঘণ্টা পর নাওডোবা মৌজায় হেলিপ্যাডে নামার পর কয়েকশ গজ দূরে ফলক উন্মোচন করে তিনি নদীশাসন কাজের উদ্বোধন করেন।জাজিরায় একটি সুধী সমাবেশেও বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর নৌপথে যাবেন মাওয়ায়।মাওয়ায় যাওয়ার পথে নদীর মধ্যে সাত নম্বর পিলারের পাইলিং কাজের জায়গাটিও দেখবেন তিনি। সেতুর ৪২টি পিলারের মধ্যে ওই ৭

নম্বর পিলারের মাধ্যমেই শুরু হবে মূল কাজ।মাওয়ায় পৌঁছে সেখানে মূল সেতুর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করবেন সরকারপ্রধান। দুপুরের পর মাওয়ায় এক জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের এই সেতু দিয়ে ঢাকাসহ দেশের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি সড়কপথে যুক্ত হবে দক্ষিণ জনপদের ২১ জেলা।এ সেতু হলে দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ২ শতাংশ বাড়বে, প্রতিবছর শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য বিমোচন হবে বলে আশা করছে সরকার।

2015-12-12 11

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব বা অবদান:

সবচেয়ে বড় অবকাঠামো প্রকল্প পদ্মা সেতু দেশের অর্থনীতিতে নানাভাবে ভূমিকা রাখবে। সেতুর জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসবে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মজুদ বাড়াবে। সিমেন্ট, ইস্পাত কারখানাসহ দেশের অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পণ্য ব্যবহার হবে সেতুতে। সেতুকে ঘিরে তৈরি হবে বিশাল কর্মযজ্ঞ। এতে অর্থনীতিতে নতুন গতির সঞ্চার হবে। অন্যদিকে সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হলে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ আরও সহজ ও নিবিড় হবে। দক্ষিণাঞ্চলে গড়ে ওঠবে শিল্প-কারখানা। তৈরি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান। সেতুর কারণে মঙ্গলা সমুদ্রবন্দরের ব্যবহার বাড়বে। এ বন্দরে চাপ কম থাকায় আমদানি ও রফতানি পণ্যের ওঠা-নামায় সময় লাগবে কম। এছাড়া ট্রানজিটের ক্ষেত্রেও এই বন্দরকে ব্যবহার করা যাবে। সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে পদ্মা সেতু।দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা ও অর্থনীতিবিদদের মূল্যায়নে এমন বক্তব্য ওঠে এসেছে। পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের ফিরে আসার বিষয়কে তারা খুবই ইতিবাচক মনে করছেন। দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মা সেতু অর্থায়ন থেকে বিশ্বব্যাংক সরে দাঁড়ানোর পর আবার সংস্থাটিকে ফিরিয়ে আনতে সরকারি উদ্যোগেরও প্রশংসা করেছেন তারা। এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিআইর সভাপতি এ. কে. আজাদ বলেন, কিছুটা সময় ক্ষেপণ হলেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। আমাদের অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য এই সেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সেতু হলে উত্পাদন খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। ন্যূনতম জিডিপির প্রবৃদ্ধি এক শতাংশ বাড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষিণাঞ্চলকে অবহেলিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সেতু হলে দক্ষিণাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পূর্ণভাবে শুরু হয়ে যাবে। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এমসিসিআই) সভাপতি আমজাদ খান চৌধুরী বলেন, পদ্মা সেতুর অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের ফিরে আসার ঘোষণা আমাদের জন্য অনেক ভালো খবর। এই সেতু হলে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীসহ দেশের যোগাযোগ বাড়বে। অবহেলিত এই অঞ্চলের দারিদ্র দূরীকরণে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখবে এই সেতু। ঢাকা চেম্বার কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (ডিসিসিআই) সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম বলেন, পদ্মা সেতু হলে দক্ষিণাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার পাশাপাশি এ অঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন আসবে। ব্যবসা-

বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সভাপতি জামিলুর রেজা চৌধুরী পদ্মা সেতু অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের ফিরে আসাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের কম খরচের তহবিল সেতু নির্মাণে সামগ্রিক খরচ কমিয়ে দেবে। ফলে সেতু ব্যবহারকারীদের ওপর টুলের পরিমাণও কম হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সিনিয়র সহ-সভাপতি আহমেদ রশীদ লালী বলেন, পদ্মা সেতুর অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের ফিরে আসা দেশের অর্থনীতির জন্য একটি ভালো খবর। এই সেতু ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়নকে গতিশীল করবে। এছাড়া পুঁজিবাজারেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত অনেক কোম্পানি সেতু প্রকল্পে নির্মাণ উপকরণ সরবরাহ করবে। এতে তাদের পণ্য বিক্রি ও মুনাফা বাড়বে। আবার সেতুর অর্থায়নকারীদের কাছ থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা আসবে তা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সমৃদ্ধ করবে। তারল্য বাড়াবে। যা পরোক্ষভাবে পুঁজিবাজারে গতিশীলতায় ভূমিকা রাখবে।

বহুল আলোচিত পদ্মা সেতু এলাকায় বৃহৎ শিল্প-কারখানা গড়তে যাচ্ছেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ীরা। তাদের অনেকেই শিল্পায়নকে পরিকল্পনায় রেখে সেতু প্রকল্প এলাকার কাছাকাছি জমি কিনেছেন। কিছু কিছু এলাকায় ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। ব্যবসায়ীরা বলেছেন, পদ্মা সেতু এবং গ্যাস সংযোগ নিশ্চিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যুগান্তকারী উন্নয়ন হবে। এই এলাকায় শিল্পায়নের ধুম পড়বে। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে গতি আসবে দক্ষিণাঞ্চলে। পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন নিয়ে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯ জেলার কয়েক কোটি মানুষ। সরকারও মনে করছে, পদ্মা সেতু নির্মিত হলে চাঙ্গা হবে দক্ষিণের অর্থনীতি। এ আশা নিয়ে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরা। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়ন নিয়ে আগ্রহী পদ্মাপাড়ের ব্যবসায়ীরাও। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু ঘিরে দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্রশিল্প। সব মিলিয়ে পদ্মা সেতুর সুফল কাজে লাগিয়ে পুরোদমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হলে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ১ দশমিক ২ শতাংশ বাড়তে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস কামাল) বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, সেখানে জমি সস্তা। সস্তা শ্রমে লোকবলেরও অভাব নেই। কিন্তু জ্বালানি সমস্যা রয়েছে। তবে পদ্মা সেতু নির্মাণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জ্বালানি সমস্যাও থাকবে না। জরুরি ভিত্তিতে জ্বালানি সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে সেখানে ইতোমধ্যে যারা শিল্পায়নের প্রস্তুতি নিয়ে কাজ শুরু করেছেন, তারা অধিক লাভবান হবেন। পুরো দেশের উন্নয়নে সরকার সুষম অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করে এগোচ্ছে বলে জানান তিনি। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ীরা সেখানে শিল্পায়নের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তারা অনেকে জমি কিনেছেন। এখন শুধু তাদের প্রতীক্ষা কবে পদ্মা সেতুর কাজ শেষ হবে। কারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হলে, পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে তার নিশ্চয়তা ব্যবসায়ীরা পেলে শিল্পায়নের ধুম পড়বে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিও বাড়বে বলে মনে করেন এই ব্যবসায়ী নেতা। সরকার-ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্টদের মতে, পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে গ্যাসের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এটা নিশ্চিত হলেই বাড়বে ব্যাপক কর্মসংস্থান। কমবে আয় বৈষম্য। মংলা বন্দরে আসবে গতিশীলতা। কুয়াকাটায় যে বন্দর নির্মিত হচ্ছে, সেটি হবে গতিশীল। বাণিজ্য সম্প্রসারণেও পদ্মা সেতু হবে নতুন

মাইলফলক। গ্রামীণ অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা হবে রপ্তানিমুখী। দারিদ্র্য নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে এ সেতু। পাশাপাশি পাটশিল্প তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।

এসব সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়েই আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্কের মুখে পদ্মা সেতু নির্মাণে এগোচ্ছে সরকার। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে পদ্মা সেতু প্রসঙ্গে বলেন, সরকারের একটি অন্যতম উন্নয়ন প্রকল্প হলো পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ। আমরা এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিকতর বিলম্ব পরিহারের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিক কাজ শুরু করেছি। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ সরকারের জন্য একমাত্র উপায়। অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৩-এর তথ্যমতে, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে সাফল্যের পর সরকার দেশের সব অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় হবে ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। পদ্মা সেতু হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, যশোর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলার সঙ্গে রাজধানী ঢাকাসহ উত্তরাঞ্চলের একটি উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে। সেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি পদ্মা সেতু উৎপাদন বাড়ানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনসহ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়াও পদ্মা সেতু এশিয়ান হাইওয়েতে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থার পাশাপাশি দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ও সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে খুলনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (কেসিসিআই) সভাপতি কাজী আমিনুল হক বলেন, পদ্মা সেতু হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি যেমন শক্তিশালী হবে, তেমনি জাতীয় অর্থনীতির চাকাও গতিশীল হবে। তিনি বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জমি ও জনবল সহজলভ্য এবং সস্তা হওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগ বেশি আসবে। সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা ঘরে বসেই কর্মসংস্থান করতে পারবেন। তবে এ জন্য প্রয়োজন গ্যাসের নিশ্চয়তা। কেসিসিআই সভাপতি বলেন, ইতোমধ্যে অনেক ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে উঠেছে। বৃহৎ শিল্প গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে অনেক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী কাজ করছেন। এ জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় জমি কিনে রেখেছেন বলেও জানান এই ব্যবসায়ী নেতা। বরিশাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) সভাপতি সাইদুর রহমান রিন্টু বলেন, পদ্মা সেতু ও কুয়াকাটায় তৃতীয় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ কাজ শেষ হলে এ এলাকায় ব্যাপক শিল্পায়ন হবে। সে শিল্পায়নের অংশ হিসেবে দক্ষিণ বঙ্গের শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা তৈরি পোশাক, আবাসনসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছেন। এর ফলে এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে, শ্রমিকরা ঢাকামুখী না হয়ে বরিশালমুখী হবেন। আগামীতে চট্টগ্রামের পর বরিশালই হবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। বরিশালের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (ডিসিসিআই) সভাপতি মো. শাহজাহান খান বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে কবে পদ্মা সেতু হবে। আর পদ্মা সেতুর অগ্রগতি দেখেই এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা পুরোদমে বিনিয়োগে নামবেন। তবে সেতু নির্মাণ বিলম্বিত হওয়ায় অনেকে শিল্প-কারখানার জন্য জমি কিনে হতাশায় ভুগছেন। খুলনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইএবি) সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী বলেন, পদ্মা সেতু আর গ্যাস হলে আমরা খুলনায় বসেই মংলা বন্দরের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি করতে পারব। এ দুটোর কারণেই খুলনায় শিল্পায়ন হচ্ছে না। পদ্মা সেতু হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তৈরি পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প স্থাপন সহজ হবে বলে মনে করেন তিনি।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাইলফলক

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ঐতিহাসিক ঘটনা স্বপ্নের পদ্মা সেতুর মূল নির্মাণ কাজের শুরু। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এ সেতু নির্মিত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যুগান্তকারী প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। সপ্তাহের একেবারে শেষ দিকে বাংলাদেশ সফরে আসেন বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. কৌশিক বসু। গণবৃক্তৃতায় বললেন বিনিয়োগ বাড়াতে পারলে ২০২০ সালের আগেই বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে পৌঁছবে।দেড় দশকেরও বেশি সময় আগে পদ্মা সেতু নির্মাণে যে স্বপ্নযাত্রার সূচনা হয়েছিল অবশেষে তার বাস্তব রূপায়ন শুরু হলো। শেখ হাসিনা বলেন, গোটা বিশ্ব দেখবে বাঙালি ঐকবদ্ধ থাকলে অসাধ্যসাধন করতে পারে। পদ্মা সেতুকে ঘিরে মাওয়া ও জাজিরায় আধুনিক স্যাটেলাইট শহর হবে বলে জানান তিনি। এ সেতু আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণেও ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী।

2015-12-15

china .com

পদ্মা সেতু নির্মাণে চীনা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি :

১২ হাজার কোটি টাকায় ৪ বছরের মধ্যে ব্রিজ চার বছরের মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে চীনা কোম্পানি মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বহু প্রতীক্ষিত এ সেতুর মূল অবকাঠামো নির্মাণে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের এবার এই চুক্তি সই হয়েছে। । চুক্তি সইয়ে উচ্ছসিত যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে এ চুক্তি করা হয়েছে। খুব শিগগিরই স্বপ্নের পদ্মা সেতু দৃশ্যমান বাস্তবতায় দেখতে পারবেন।’ ২০১৮ সালের মধ্যে পদ্মা সেতুর কাজ শেষের দৃঢ় আশাবাদও প্রকাশ করেন তিনি।১২ হাজার ১৩৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতুর মূল কাঠামো নির্মাণ করবে চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। এর মধ্যে মূল সেতুর জন্য চায়না মেজর ব্রিজ ব্যয় ধরেছে ৯ হাজার ৯৬১ কোটি টাকা। মুন্সীগঞ্জের মাওয়া থেকে শরীয়তপুরের জাজিরা পর্যন্ত ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর স্থায়িত্বকাল ধরা হয়েছে ৯৯ বছর।সবচেয়ে বেশি অর্থ লাগবে সেতুর উপরিভাগের সুপারস্ট্রাকচার নির্মাণে। এ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে তিন হাজার ৪০২ কোটি টাকা। আর সাবস্ট্রাকচার (পাইল, পিলার ইত্যাদি) নির্মাণে লাগবে তিন হাজার ৪৫ কোটি টাকা। মাওয়া অংশে সড়কের সঙ্গে সেতুর সংযোগস্থলের সাবস্ট্রাকচার নির্মাণে ১৫৫ কোটি টাকা ও সুপারস্ট্রাকচার নির্মাণে ৮২ কোটি টাকা এবং জাজিরা প্রান্তে সড়কের সঙ্গে সেতুর সংযোগস্থলের সাবস্ট্রাকচার নির্মাণে ১৭৮ কোটি টাকা ও সুপারস্ট্রাকচার নির্মাণে ৯২ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

এছাড়া প্রাথমিক ও সাধারণ অন্যান্য কাজে দুই হাজার ৫৮৮ কোটি, টেলিফোন, বিদ্যুত্, গ্যাস সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে ২৭৯ কোটি, মাটি পরীক্ষায় ৭৯ কোটি, সাইট ক্লিয়ারেন্স, মাটি খনন ও ভরাটে চার কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। আর মাওয়া প্রান্তে রেলওয়ের সংযোগস্থলে সাবস্ট্রাকচার ও সুপারস্ট্রাকচার নির্মাণে ২৫ কোটি টাকা এবং জাজিরা প্রান্তে রেলওয়ের সংযোগস্থলে সাবস্ট্রাকচার ও সুপারস্ট্রাকচার নির্মাণে ২৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর শেষে যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘২০১৮ সালে পদ্মা সেতু সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘পদ্মা সেতু নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দেশ আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করল। এই ধাপ পর্যন্ত আসতে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। স্বপ্নেও ভাবিনি এই স্বপ্ন সত্যি হবে।’

এ চুক্তির মাধ্যমে পদ্মা সেতু বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকল না বলে মত দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘খুব শিগগিরই দেশবাসী এর দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখতে পাবেন।’

জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘সকল অবৈধ্ স্থাপনা সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণের ৯৮ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিষয়টি তদারকি করছে।’

গত ১৫ জুন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি ১ হাজার ২১৩ কোটি ৩৩ লাখ ৯৩ হাজার ৬৮ দশমিক ২২ টাকা পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়। তার যাছাই শেষে গতকাল মঙ্গলবার এই চুক্তি সম্পন্ন হলো।

গত ২২ মে বহুল আলোচিত পদ্মা সেতুর দরপত্র প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে অনুমোদন দেয়া হয়। দরপত্রে মূল সেতু নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ১২ হাজার ১৩৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে মোট ব্যয়ের ২৫ দশমিক ৬০ শতাংশ (৩ হাজার ১০৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা) দেশীয় অর্থে ও অবশিষ্ট ৭৪ দশমিক ৪০ শতাংশ (৯ হাজার ২৭ কোটি ২৪ লাখ টাকা) বৈদেশিক মুদ্রায় (ডলারে) পরিশোধ করতে হবে।

পদ্মা সেতুর মূল কাজের জন্য ২০১০ সালের ১১ মে পদ্মা সেতুর মূল অবকাঠামো নির্মাণে প্রাথমিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। চূড়ান্ত মূল্যায়ন শেষে ২০১১ সালের মাঝামাঝি ঠিকাদার নিয়োগ দেয়ার কথা ছিল। সে সময় মূল সেতুর প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়েছিল ৯ হাজার ১২৭ কোটি ১৭ লাখ টাকা। তবে দুর্নীতির কারণে বিশ্বব্যাংকের আপত্তিতে ২০১১ সালের আগস্টে প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। নানা জটিলতা শেষে প্রায় দুই বছর পর ২০১৩ সালের ২৬ জুন পুনরায় চূড়ান্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়।

গত ২৪ এপ্রিল মূল সেতুর আর্থিক প্রস্তাব জমা পড়ে। কিন্তু তিন বছরের ব্যবধানে মূল সেতু নির্মাণে ব্যয় ৩ হাজার ৬ কোটি ২২ লাখ টাকা বাড়িয়ে ধরা হয়। ব্যয় বাড়লেও সর্বশেষ প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় দরদাতা প্রতিষ্ঠান প্রায় ১২ দশমিক ৬২ শতাংশ কম দর দেয়। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ হচ্ছে ১ হাজার ৭৫২ কোটি ৪৬ লাখ টাকা।

অথচ গত বছর ২৬ জুন চূড়ান্ত দরপত্র আহ্বানের পর মূল সেতু নির্মাণে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয় ১৩ হাজার ৮৮৫ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে চুক্তির অ্যাওয়ার্ড প্রদানের দিন থেকে ১৪৬০ দিন বা ৪ বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। সে হিসেবে এ সেতুর নির্মাণ কাজ আগামী ২০১৭ সালের ডিসেম্বর বা ২০১৮ সালের প্রথমদিকে শেষ হবে বলে আশা করা হয়েছে।

১৭ জুন ২০১৪,

amar desh sadinotar kotha bole

পদ্মা সেতু প্রকল্পের ২৪’শ কোটি টাকা কাটছাঁটের প্রস্তাব

পদ্মা সেতু প্রকল্পের মূল অবকাঠামোর আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়েছে গত ডিসেম্বরে। তবে প্রকল্পের কাজে এখনো পুরোপুরি গতি না আসায় গত দুই অর্থবছরের মতো এবারো প্রকল্পটির বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে না। এজন্য পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে বরাদ্দ ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা কাটছাঁটের প্রস্তাব করেছে সেতু বিভাগ। সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়, চলতি অর্থবছর এডিপিতে পদ্মা সেতু প্রকল্পে ৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আর ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পটিতে অর্থ ছাড় করা হয়েছে ১ হাজার ৭৯৬ কোটি টাকা। তবে ব্যয় হয়েছে আরো কম ৮৯২ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। অর্থাৎ ছয় মাসে বরাদ্দের মাত্র ১২ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। ফলে পুরো বছরে বিশাল এ বরাদ্দের বড় অংশই অব্যবহৃত থেকে

যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর সংশোধিত এডিপিতে পদ্মা সেতুর বরাদ্দ কমিয়ে ৫ হাজার ৯ কোটি ২৯ লাখ টাকা করার প্রস্তাব দেয়া হয়। অর্থাৎ চলতি অর্থবছর বরাদ্দ কমছে ৩২ শতাংশ বা ২ হাজার ৩৯০কোটি ৭১ লাখ টাকা। একইভাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা। তবে তা কমিয়ে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা করা হয়। সেতু বিভাগের তথ্যমতে, ডিসেম্বর পর্যন্ত পদ্মা সেতুর মূল অবকাঠামোর ১৭ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। তবে আগামী অর্থবছর প্রকল্পের কাজে গতি অনেকটাই বাড়বে। প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবছর ব্যয় না হলেও আগামী অর্থবছরের জন্য পদ্মা সেতু প্রকল্পে বড় ধরনের বরাদ্দ প্রস্তাব করতে যাচ্ছে সেতু বিভাগ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য এডিপিতে ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হতে পারে।

Saturday, 23 January, 2016

See more at: http://bhorer-dak.com/2016/01/23/37348.php#sthash.r9Xp7GF6.dpuf

বাস্তবের পথে পদ্মা সেতু বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রতিবেদন রিপোর্ট:

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ১৪ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এর বেশির ভাগই সংযোগ সড়ক, পুনর্বাসন ও প্রকল্প এলাকার উন্নয়নকাজ। এখন শুরু হয়েছে মূল সেতু নির্মাণের কাজ।

সেতু বিভাগ সূত্র জানিয়েছে, গত অক্টোবর পর্যন্ত প্রকল্পের মাওয়া সংযোগ সড়কের কাজের অগ্রগতি হয়েছে ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১৮ সালে সেতু দিয়ে যুগপৎভাবে যানবাহন ও ট্রেন চলাচল করবে—এই পরিকল্পনা নিয়েই এগোচ্ছে সবকিছু।

পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগ। পদ্মা সেতু প্রকল্পের সমীক্ষা হয়েছিল জাপানি সংস্থা জাইকার অর্থে। নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে। মূল প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা ও ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দাতারা সরে যাওয়ার ঘোষণা দিলে জটিলতা তৈরি হয়। একপর্যায়ে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংক প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ডলার জোগান দেওয়ার নিশ্চয়তা দেয়।

স্বপ্নের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে পদ্মা সেতু

পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ ছয় ভাগে (প্যাকেজ) ভাগ করা হয়েছে। পাঁচটি ভৌত কাজের এবং একটি তদারকি পরামর্শকসংক্রান্ত। ভৌত কাজগুলো হলো মূল সেতু, নদীশাসন, দুই পাড়ে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামো। এসব কাজ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে।

মূল সেতু নির্মাণে গত জুনে চীনের চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রকল্প এলাকায় অবস্থান নিয়েছে। প্রকল্পের কাজ তদারকির দায়িত্বে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

জানতে চাইলে পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন,

নির্মাণ পর্যায়ে কারিগরি নানা জটিল বিষয় আসতে পারে। তবে সবকিছুই ঠিকঠাকমতো এগোচ্ছে। কাজ নির্ধারিত সময়েই শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

পাঁচটি ভৌত ও দুটি তদারক প্যাকেজ মিলিয়ে এখন পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ৭৭ কোটি টাকা। নদীর তীর রক্ষা, ফেরিঘাট সরানো ও নিরাপত্তাব্যবস্থা রক্ষার ব্যয় ধরলে তা ২৫ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছাবে। সব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব আবার সংশোধন করতে হবে বলে সেতু বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধনসংক্রান্ত সরকারের পরিপত্র অনুসারে একটি প্রকল্প সর্বোচ্চ দুবার সংশোধন করা যাবে। তৃতীয়বার করা যাবে পরিকল্পনামন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায়।

সরকারের একটি সূত্র জানায়, দুই কারণে সরকার এই প্রকল্পটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। **প্রথমত,** এর অর্থায়ন নিয়ে বিশ্বব্যাংকসহ দাতাদের সঙ্গে সরকারের তিক্ততার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এটাকে সরকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। **দ্বিতীয়ত**, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ২০০৮ সালে। আগামী নির্বাচনে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের কাছে রাজনৈতিকভাবে সরকার বিশেষ সুবিধা পাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে।

ডিসেম্বর ০৮, ২০১৪

prothom alho

পদ্মা সেতু প্রকল্প এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভুমিকা:

সেতু প্রকল্পে অর্থ দেয়ার আগেই তাতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংক প্রতিশ্রুত অর্থ বরাদ্দ বাতিল করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোড়া থেকেই আমেরিকা ও বিশ্বব্যাংকের অভিসন্ধিটা বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে বিশ্বব্যাংকের উপর নির্ভর না করে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রাথমিক কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা দেশের যে দুটি উন্নয়ন প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রধিকার দিয়েছেন তার মধ্যে পদ্মা সেতু প্রকল্প একটি। শেখ হাসিনা তার দ্বিতীয় মেয়াদের ক্ষমতায় থাকাকালেই নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন, এবার তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। দেশের নিজস্ব রিজার্ভের অর্থেই যে পদ্মা সেতু নির্মিত হতে পারে তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক। পদ্মা সেতু নির্মাণে যতো ডলার লাগবে তার পুরোটাই জোগান দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে এই ব্যাংক। খবরে বলা হয়েছে, যখন যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার দরকার হবে তখনই তা দেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্য ব্যাংকের কাছ থেকে ডলার পাইয়ে দিতে সহায়তার পাশাপাশি প্রয়োজনে রিজার্ভ থেকেও অর্থ জোগান দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। পদ্মা সেতু সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার পর তা লিখিতভাবে অর্থমন্ত্রী মুহিত সাহেবকে জানিয়েছেন ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।এই তার এই উক্তি হাসিনা সরকারের গত পাঁচ-ছ'বছরের শাসনামলে দেশের

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং অর্থনীতির প্রসার কতোটা বেড়েছে তার প্রমাণ। পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ নিজস্ব অর্থায়নে শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে এটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচাইতে বড় সুখবর।
বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নতি দেখে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মজীনা সাহেব সম্প্রতি সাভারে গিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন, "বাংলাদেশ তলাহীন ঝুড়ি কিসিঞ্জারের এই কথাটা ভুল ছিল। বাংলাদেশ শীঘ্রই একটি এশিয়ান টাইগারে পরিণত হবে।" মজীনা সাহেবের মনে যদি সত্যই এই উপলব্ধিটা ঘটে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের এই অবিশ্বাস্য উন্নয়ন যে সরকারের আমলে ঘটেছে, সেই হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে অনবরত নানা তত্পরতায় লিপ্ত না থেকে আমেরিকার উচিত এই সরকারকে সহযোগিতা দানের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়া।শীঘ্রই পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ শুরু করে তা সমাপ্ত করা হবে হাসিনা সরকারের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকাও আমাদের আরো আশান্বিত করে তুলেছে।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

[লন্ডন ১৫ ফেব্রুয়ারি, শনিবার, ২০১৪]

পদ্মা সেতুর দুর্নীতি বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বস্তুনিষ্ঠ : মুহিত

:
পদ্মা সেতু প্রকল্পে ঘুষ দুর্নীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের পর্যবেক্ষকদের তদন্ত প্রতিবেদন বস্তুনিষ্ঠ বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী। আর দেশের ব্যাংকিং খাতে সাম্প্রতিক জালিয়াতিগুলোকে ‘পিওর চুরি’ বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত। গতকাল এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট আমি পড়েছি। আগামী সোমবার আমার মতামত পাঠিয়ে দেব। তাদের রিপোর্ট বস্তুনিষ্ঠ। তবে ১১ পৃষ্ঠার ওই প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের পর্যবেক্ষকরা ঠিক কোন কোন বিষয় তুলে এনেছেন তা বিস্তারিত বলেননি মুহিত। তিনি বলেন, তারা যে সুপারিশ করেছে আমি সেগুলো দেখেছি। আমি তাদের অনুরোধ করব, তাদের রিপোর্ট এবং আমার জবাব যেন তারা বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। সোনালী ব্যাংক ইউকে লিমিটেডের ২০১২ সালের মুনাফা বাবদ ৪ লাখ পাউন্ড সরকারের কাছে হস্তান্তর উপলক্ষে অর্থমন্ত্রণালয়ে এক অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মুহিত। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি ইয়োহানেস সুট গত মঙ্গলবার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে ওই প্রতিবেদন তুলে দেন। মন্ত্রী সেদিন জানিয়েছিলেন, এ বিষয়ে পরে তিনি সংসদে বক্তব্য দেবেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সব সময়ই কিছু কিছু জালিয়াতি হয়। তবে বড় ধরনের কিছু হলে ব্যাংক ঝুঁকিতে পড়ে। তবে বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি অন্যভাবেও এসেছে। এখানে যেটা হল সেটা পিওর (বিশুদ্ধ) চুরি। আবার অনেক ক্ষেত্র আছে যেটা চুরি নয়, খেলাপি। এতেও ব্যাংকিং খাতের অনেক বিপদ হয়েছে। আবার চুরিটাও শেষ পর্যন্ত খেলাপি হয়ে যায়। হলমার্কের কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের নাম প্রকাশ ও বিচার না করে এর দায় সরকার কেন নিচ্ছেÑ এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিচার তো হচ্ছে। যারা জড়িত তাদের নামও প্রকাশ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে সবার নামই রয়েছে।

ইনকিলাব

১৪ জুন, ২০১৩

নিজস্ব অর্থায়নেই পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে-বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর:

পদ্মা সেতুর দুর্নীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের কাছে জমা দেয়া হয়েছে। সচিবালয়ে ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংকের নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর জোহান্স জাট এ প্রতিবেদন জমা দেন। এছাড়া নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, এ প্রতিবেদনটি বিশ্বব্যাংক তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। প্রকাশের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর অনুমতি চেয়েছেন এবং আমি অনুমতি দিয়েছি। সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর জোহান্স জুট সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ঋণ সহায়তা ও বন্ড বিক্রির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার পদ্মা সেতুর জন্য একটি বড় বাজেট রেখেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যা যথেষ্ট। বাংলাদেশ যদি চায় এবং বিশ্বব্যাংকের যদি সুযোগ থাকে তবে সংস্থাটি ভবিষ্যতে পদ্মা সেতু প্রকল্পে ঋণ সহায়তা দেবে বলেও জানান তিনি। বাজেট বাস্তবায়নে চলতি ও আগামী অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ৩২০ কোটি ডলার ঋণ দেবে বলে জানিয়েছেন ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংকের নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর

১২ জুন২০১৩

ইনকিলাব

পরিশেষে বলা যায়

যেপদ্মা সেতু কে আমরা একটি সপ্নের সেতু হিসেবে ভাবি ।প্রথম থেকেই এটি বাস্তবায়নে অনেক বাধাবিপত্তি আসে ।কিন্তুকিন্তুু অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী র প্রচেষ্টায় নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হয় । যা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনগনের জন্য আশার ইঙ্গিত বহন করবে।

BCS, Bank
PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী
MyMahbub.Com